দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

শিশুদের পড়াশোনার জন্য চাপ না দিতে রাষ্ট্রপতির আহ্বান

প্রকাশিত: ১৩ - জুন, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

রাষ্ট্রপতি মোঃ আব্দুল হামিদ বৃহস্পতিবার শিশুদের পড়াশোনা অথবা অন্যান্য কোন বিষয়ে চাপ না দিতে এবং তাদের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শুক্রবার বিকেলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে 'জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা-২০১৯' অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিশুদের অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেবেন না। অসুস্থ প্রতিযোগিতা তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত করে। খবর বাসসর।

রাষ্ট্রপ্রধান শুধু জিপিএ-৫ এর পেছনে না ছুটে শিশুদের জন্য প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভের এবং প্রয়োজনীয় মানবিক মূল্যবোধের সঙ্গে বেড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টির জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। শিশুদের সকল ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য অভিভাবকদের পরামর্শ দিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, তা হলেই শিশুরা দেশ ও জাতির জন্য মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে।

ছাত্রজীবনের শুরু থেকেই শিশুদের মাঝে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, তোমাদের (শিশু) অবশ্যই দেশকে ভালবাসতে শিখতে হবে। কখনও অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে আপোস করবে না। আব্দুল হামিদ বলেন, যদি তুমি সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে চল, তবে জীবনে সফল হতে পারবে। রাষ্ট্রপতি হামিদ ২০২১ সালে দেশের স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি ও ২০২১ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর কথা উল্লেখ করে শিশুদের কাছে দেশের স্বাধীনতা ও ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে উৎসাহিত করার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন পূরণে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধু শিশুদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে জাতীয় শিশু আইন-১৯৭৪ প্রণয়ন করেছিলেন। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা শিশুদের অনেক ভালবাসতেন। তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে তার 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শৈশবের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, শিশুকাল থেকেই জাতির পিতা দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াতেন ও তাদের সাহায্য করতেন। এমনকি তিনি একজন গরিব লোককে তার পরনের শার্ট খুলে দিয়েছিলেন এবং শার্ট ছাড়াই বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন।

তিনি আরও বলেন, তোমাদের বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তিনি অত্যন্ত সাহায্যকারী এবং অসামান্য নেতৃত্বগুণসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। রাষ্ট্রপতি শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে জ্যেষ্ঠ নাগরিক, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি শিশুদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করতে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে শিশুদের মাঝে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করুন, যাতে তারা কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

রাষ্ট্রপতি হামিদ বলেন, আজকের শিশু আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে। তারা দেশপ্রেম, বাংলা ভাষা, মুক্তিচিন্তা ও মানবিক, নৈতিক মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বাঙালী সংস্কৃতিকে তুলে ধরবে।

এর আগে রাষ্ট্রপতি ২৩৭ বিজয়ীর ৩০ জনের মাঝে পুরস্কার ও পদক বিতরণ করেন। ১৯ জানুয়ারি থেকে মোট ৩ লাখ ২৭ হাজার ১২৭ প্রতিযোগী ছবি আঁকা, নৃত্য, আবৃত্তি, অভিনয় ও গানসহ ৩০টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ সময় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চেয়ারম্যান মেহের আফরোজ চুমকি এমপি, বিশিষ্ট সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব কামরুন নাহার ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির পরিচালক আনজির লিটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের সঙ্গে ছবি তোলেন।

সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক: মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদ (এম এ খান মাসুদ), উপদেষ্টা সম্পাদক: তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক: স্বদেশ রায়। সম্পাদক কতৃক গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবার-এর সদস্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে গ্লোব প্রিন্টার্স লি: ও জনকণ্ঠ লি: থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। রেজি: নং ডিএ ৭৯৬। কার্যালয়: জনকণ্ঠ ভবন, ২৪/এ রাশেদ খান মেনন সড়ক, নিউ ইস্কাটন, জিপিও বাক্স: ৩৩৮০, ঢাকা, ফোন: ৯৩৪৭৭৮০-৯৯ (অটোহান্টিং ২০ টি লাইন), ফ্যাক্স: ৯৩৫১৩১৭, ৮৩১৬৩৩৫, ই-মেইল: janakanthanews@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dailyjanakantha.com এবং www.edailyjanakantha.com ।। Copyright ® All rights reserved by dailyjanakantha.com

Developed By Bikiran.Com